দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বরাদ্দ আছে বেতন নেই

আমরা চট্টগ্রাম মহানগরীর ২০৫ খাত থেকে আত্মীকৃত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ গত ৫ মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছি না। থানা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসে যোগাযোগ করলে জানা যায়, বরাদ্দ এসেছে গত জুলাই মাসে, কিন্তু রিটেনশন অর্ডার না আসাতে বেতন প্রদান করা হচ্ছে না।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই বেশী। অথচ শিক্ষকেরা যথা সময়ে বেতন পাচ্ছেন না, রিটেনশন অর্ডার মন্ত্রণালয় থেকে আসছেনা, কবে নাগাদ আসবে, তাও অনিশ্চিত। এটা দুঃখ জনক বৈ কি। শিক্ষকগণ জাতি গঠনের হাতিয়ার। কিন্তু মাস শেষে তাদের বেতনের নিশ্চয়তা থাকে না। নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকে আমরা চট্টগ্রাম নগরীর শিক্ষকেরা গত পাঁচ বছর ধরে প্রতি বছরই বেতন প্রাপ্তির অনিশ্চয়তায় ভুগছি। এবং আমাদের অনেকেই চরম কষ্টে জীবন যাপন করছে। এটা কর্তৃপক্ষের উপলব্ধিতে থাকা উচিত। তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ, বেতনসংক্রান্ত রিটেনশন অর্ডার সমস্যার আশু সমাধান করে নিরীহ শিক্ষকদের আর্থিক কষ্ট ও দুর্ভোগের অবসান করা হোক।

মোস্তফা আহমদ, সুভাষ পাল
তরুনকান্তি আহমদিয়া
সরকারী প্রাঃ বিঃ
বন্দর, চট্টগ্রাম।